কাকিনাদা পরীক্ষা

কাকিনাদা অন্ধ্র প্রদেশের একটি শিল্প শহর।1964 সালের জানুয়ারিতে পরীক্ষাটি শুরু হয়েছিল। পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল অর্জনের অনুপ্রেরণাকে প্ররোচিত করে সীমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার বাধা ভঙ্গ করা। শহরের ব্যবসায়িক ও শিল্প সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে মোট পঁচাশি জনকে বাছাই করা হয়েছিল। তাদের ছোট শিল্প সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এসআইইটি), বর্তমানে নিসিয়েট এবং হায়দরাবাদে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

অংশগ্রহণকারীদের তিনটি ব্যাচে বিভক্ত করা হয়েছিল। তাদের 3 মাস প্রশিক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে এটি প্রশিক্ষণার্থীদের কল্পনাশক্তিকে উন্নত করতে এবং তাদের অনুপ্রেরণার অন্তর্নির্ধারণে সক্ষম করতে পারে।

তদনুসারে, প্রোগ্রামটি এর সিলেবিতে নিম্নলিখিত আইটেমগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছে:

1. ব্যক্তিরা কংক্রিট এবং নিয়মিত প্রতিক্রিয়া অর্জন করার চেষ্টা করেছিল।

২. অংশগ্রহণকারীরা অনুকরণের জন্য কৃতিত্বের মডেলগুলি চেয়েছিলেন।

৩. অংশগ্রহণকারীরা সাফল্যের কথা চিন্তা করে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

৪. অংশগ্রহণকারীদের ইতিবাচক পদ্ধতিতে নিজের সাথে কথা বলার এবং কথা বলার জন্য উত্সাহিত করা হয়েছিল।

অংশগ্রহণকারীদের আচরণের উপর এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রভাব দু'বছর পরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণগুলি বেশ উত্সাহজনক ছিল। দেখা গেছে যে প্রোগ্রামটিতে অংশ নেওয়া তারা না পারার চেয়ে ভাল পারফর্ম করেছেন।

অংশগ্রহণকারীদের কৃতিত্বের প্রয়োজনীয়তার জন্য থিম্যাটিক অ্যাপারসেপশন টেস্ট (TAT) ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এই ট্যাটে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত ছবিগুলি প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শিত হয়েছিল এবং তারপরে তাদের ছবিগুলি এবং ছবিতে কী ঘটছে তা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল।

এরপরে, কৃতিত্ব সম্পর্কিত সমস্ত থিম গণনা করা হয়েছিল এবং এইভাবে, চূড়ান্ত স্কোর অর্জনের জন্য একটির প্রয়োজনীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে। ম্যাককেলল্যান্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি অংশগ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা আচরণকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বর্ণ, সনাতন বিশ্বাস এবং

পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ হিসাবে, তারা একজন উদ্যোক্তা হিসাবে কারও আচরণ নির্ধারণ করেনি।

কৃতিত্বের অনুপ্রেরণার প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষত অল্প বয়স্কদের মধ্যে বিকাশ করা যায় ক্রস-কান্ট্রি পরীক্ষাগুলির দ্বারা সমর্থিত। উদাহরণস্বরূপ, তরুণ প্রজন্মের মনে কৃতিত্বের অনুপ্রেরণা জাগানোর লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুনিয়র অ্যাচিভমেন্ট প্রোগ্রাম 'শুরু হয়েছিল। একইভাবে, যুক্তরাজ্যে, তরুণদের মনে কৃতিত্বের অনুপ্রেরণা জাগানোর একই উদ্দেশ্যে "ইয়ং এন্টারপ্রাইজ" প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে।

উপরের বর্ণিত পরীক্ষাগুলি / প্রোগ্রামগুলি আমাদের উপলব্ধি করেছে যে খুব অল্প বয়স থেকেই উদ্যোক্তা বিকাশ করতে হবে। তদনুসারে, একটি স্কুল পাঠ্যক্রম বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্জনের উচ্চ প্রয়োজন পড়বে।

এই উদ্দেশ্যে, আদিবাসী সংস্কৃতির ইতিহাস এবং কিংবদন্তিগুলি থেকে প্রাপ্ত সাফল্যের গল্পগুলি তরুণদের মনে অর্জনের জন্য 'অর্জনের প্রয়োজনীয়তা' এবং তারা বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে প্ররোচিত করার জন্য অবশ্যই পাঠ্যক্রমে প্রবর্তিত হয়। এটি কারণ ছোট মনের মানুষগুলি পরিবর্তনের পক্ষে বেশি সংবেদনশীল।